বাংলাদেশের লোকনাট্যে দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার ও বৈচিত্র্য

আহমেদুল কবির*
মো. জাহিদ হোসেন**

সারসংক্ষেপ : শিল্পের ভুবনে নানা রকম শিল্পাঙ্গিকের মধ্যে নাট্যশিল্প বা নাটক একটি স্বতন্ত্র ধারা। অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের সাথে নাটকের পৃথকীকরণে প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রায়োগিক উপস্থাপনকৌশল। যাতে নানাবিধ উপায়-উপকরণ-উপাদানের ব্যঞ্জনা বিদ্যমান। যার মধ্য দিয়ে নাটক মঞ্চে দর্শকসম্মুখে দৃশ্যমান হয়। এ জন্য নাটককে দৃশ্যকাব্যও বলা হয়ে থাকে। আর এই দৃশ্যায়ন বা মঞ্চায়নে অভিনয়ের প্রয়োজনে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বিভিন্ন উপাদান প্রয়োজন হয়, এর মধ্যে যে উপাদানগুলো সচল ও বহনযোগ্য তাকে প্রপস্ বা দ্রব্য-সামগ্রী বলা হয়। নাট্যভুবনে বিভিন্ন আঙ্গিক ও রীতির নাটক রয়েছে। যার প্রায় সব নাট্যাঙ্গিকেই দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহৃত হয়। নাট্যাঙ্গিকের মধ্যে দেশজ বা লোকনাট্যাঙ্গিক অন্যতম ধারা। যাতেও দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহারের উপস্থিতি দেখা যায়। আর এ প্রবন্ধে অনুসন্ধানপ্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের লোকনাট্যে দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার ও বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সারা পৃথিবীতে রয়েছে শিল্পের অজস্র ধারা-আঙ্গিক-রীতিনীতি। যার মধ্যে নাট্যশিল্পকে আমরা আলাদা শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করে থাকি। তবে তাত্ত্বিকভাবে বিভাজনের সুবিধার্থে একই শিল্পকে অণু-পরমাণু সাপেক্ষে শ্রেণিকরণ করা যেতে পারে। কখনও কখনও এই বিভাজিত অংশ স্ববৈশিষ্ট্যে নিজেই একটি স্বাধীন নাম নিয়ে স্বতন্ত্র শিল্প হিসেবে বিবেচ্য হয়ে থাকে। অবশ্য সব সময় বিষয়টি যে যথাযথ তা নয়। সে ক্ষেত্রে এই বিভাজিত অংশ কোনো বৃহৎ শিল্পের সহযোগী উপাদান হিসেবে কাজ করে। যেমন, নাট্যশিল্পে বিদ্যমান গীত-বাদ্য-নৃত্য প্রত্যেকটি আবার স্বতন্ত্র শিল্প হিসেবেও বিবেচ্য। অন্যদিকে অলংকার, পোশাক, দ্রব্য-সামগ্রী প্রভৃতি নাট্যশিল্পের উপাদান হিসেবে কাজ করে। কিন্তু এগুলো সব সময় আলাদাভাবে শিল্পরীতির দাবি করে না। তবে আধুনিক শিল্পে এগুলোকেও কালেভদ্রে স্বতন্ত্র শিল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এগুলো নাট্যশিল্পে প্রধানত সহযোগী উপাদান হিসেবেই বেশি কার্যকর। তেমনি দ্রব্য-সামগ্রী নাট্যশিল্পের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গুরুত্ব বহন করে। দেশ-কাল ভেদে নাট্যশিল্পের আঙ্গিকগত তফাৎ অনেক এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের বহু

* সহযোগী অধ্যাপক, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
** গবেষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নাট্যাঙ্গিক রয়েছে; এবং আঙ্গিকগত তফাতের কারণেও দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহারে রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। আর এই স্বাতন্ত্রের ক্ষেত্রে লোকনাট্যাঙ্গিক অন্যতম, যেখানে দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহারেও রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও চমকপ্রদ ব্যবহার, যা লোকনাট্যকে স্বতন্ত্র অভিধা অর্জনে সহযোগী উপাদান হিসেবে কাজ করে।

লোকনাট্য

'বাংলাদেশের লোকনাট্যে দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার ও বৈচিত্র্য' নিয়ে আলোচনার পূর্বে লোকনাট্য ও দ্রব্য-সামগ্রী কি তা নিয়ে যৎসামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন; এতে মূল আলোচনায় সহায়ক হবে। প্রচলিত অর্থে লোকনাট্য বলতে বুঝানো হয়, ঐতিহ্যগত সমাজের বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর চর্চায় দীর্ঘদিন যাবৎ টিকে থাকা এবং মৌখিকভাবে বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট বিশেষ আঙ্গিকের নাট্যরূপ। যা প্রধানত গ্রামীণ নিরক্ষর সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ও পরিবেশিত হয়ে থাকে বলে মনে করা হয়। লোকনাট্যের সংজ্ঞা আলোচনা করতে গিয়ে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন,

> লোকনাট্যের কোনো সংজ্ঞা নির্মাণের আগে লোক বা Folk কথাটির বুৎপত্তি বিচার করা প্রয়োজন। ব্রিটানিকা বিশ্বকোষ 'লোক' কথাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে "শহুরে সংস্কৃতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে অবস্থিত অশিক্ষিত অথবা স্বল্পশিক্ষিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠী"-কে বুঝিয়েছে। লোকনাট্য এই সব মানুষজনের জন্য এবং মানুষজনকে নিয়ে রচিত এবং অভিনীত নাটক। আপাত দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষজনের আবেগকে ধারণ করে, তাদের ব্যবহৃত অথবা সহজবোধ্য ভাষায় এবং আদিম পর্যায়ের সামাজিক উৎসবানুষ্ঠানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি, বিশেষ করে সামষ্টিক আবেগ সঞ্চারণের উদ্দেশ্যে লিখিত নাটককে লোকনাট্য বলা হয়। (মনজুরুল, ১৯৯৯ : ১৮৭)

তবে বর্তমানে এই প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়েও কথা বলা যায়। কেননা লোকনাট্য শুধু গ্রামীণ পটভূমিতে আবদ্ধ নয়, এটা শহুরে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিদ্যমান। এই আঙ্গিকের নাটক শিক্ষিত জনের মাঝেও বর্তমানে চর্চিত হচ্ছে, তবে তা অনেক বেশি পরিশীলিত ও পরিচ্ছন্নভাবে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। এমনকি লোকনাট্যের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এতে ধর্মীয় কৃত্যাচারের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

এ বিষয়ে Atiqul Huque Chowdhury বলেন,

> The contents of Folk drama are generally religious. Even in cases where humanity and human elements are the subject matter, the universal ideals of religion are strongly and predominantly demonstrated in those places. (Atiqul, 1999 : 164)

সুতরাং লোকনাট্য বলতে আমরা এই নিবন্ধে ওইসব আঙ্গিকের নাটকের দিকে ইঙ্গিত করব, যা নাট্যাঙ্গিকের মধ্যে প্রাচীনতম এবং ধর্মীয় বা লৌকিক কৃত্যের ধারায় মৌখিক লিপির মাধ্যমে এর উৎপত্তি ও বিকাশ। যাতে বিভিন্ন রকম প্রাচীন ও ঐতিহ্যগত

উপাদান বিদ্যমান। এমনকি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীভেদে লোকনাট্যেরও রীতিভেদ লক্ষণীয়। সুতরাং লোকনাট্য মঞ্চনাটকের একটি অংশ হলেও এর আঙ্গিকগত তফাৎ বিস্তর। যার উপাদানগত পার্থক্যও নিশ্চয় রয়েছে এবং এতে যে সকল দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহার করা হয়, তারও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অবশ্যম্ভাবী।

দ্রব্য-সামগ্রী

মঞ্চনাটকে বা লোকনাট্যে দ্রব্য-সামাগ্রীর ব্যবহার নিয়ে আলোচনার পূর্বে অবশ্যই জানা দরকার যে, দ্রব্য-সামাগ্রী কী এবং এর উৎপত্তি কোথা থেকে। যেহেতু দ্রব্য-সামগ্রী নাটকের একটি অংশ সুতরাং নাট্যের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্য-সামাগ্রীর উৎপত্তি — এ কথা হয়ত বলা যেতে পারে। বেশির ভাগ নাট্যবেত্তাগণ মনে করেন, আদিমকালে যখন থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করে তখন থেকেই নাট্যকলার উদ্ভব। ধারণা করা হয়, মানুষ যখন পশু শিকারে যেত তার পূর্বে শিকার পরিকল্পনা নিয়ে মহড়া বা শিকার দৃশ্য দিয়ে অভিনয় করত। তখন তাদের হাতে লাঠি, বর্শা, তীর, ধনুক প্রভৃতি ব্যবহৃত হতো। যার মধ্যে দিয়ে নাটকে দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার শুরু হয়। অর্থাৎ নাটকের কুশীলব তার নিজের অভিনয়ে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজনে মঞ্চে যে সকল উপাদান ব্যবহার করে, তাকে আমরা দ্রব্য-সামগ্রী বলতে পারি। শুধু মঞ্চে প্রদর্শিত উপাদানই নয় বরং মহড়াকক্ষ হতে শুরু করে নাটক মঞ্চায়ন করা পর্যন্ত, যে সমস্ত উপাদান তার সবই দ্রব্য-সামগ্রী হিসেবে বিবেচনাযোগ্য। অভিধানিক অর্থে ইংরেজি Prop শব্দটি Property এর কথ্যরূপ। *Oxford Dictionary*-তে শব্দ দুটির অর্থ এ রকম : "Prop-এর একটি অর্থ অবলম্বন আর Property-এর একটি অর্থ অভিনেতাদিগের অভিনয়ে আবশ্যক দ্রব্য" (Oxford, ২০১৪ : ৫৫৮)। অর্থাৎ আমরা বিষয়টিকে এভাবে বলতে পারি, কুশীলববৃন্দ যে সকল উপাদান অবলম্বন করে মঞ্চে বা মহড়াকক্ষে অভিনয় করে তাই দ্রব্য-সামগ্রী। তার মধ্যে ব্যবহৃত সাজ-পোশাক, আসবাবপত্র, সাজ-সরঞ্জাম যা কিছু কুশীলবের দ্বারা নড়াচড়া ও বহনযোগ্য, তবে দৃশ্যপট এর আওতামুক্ত। বাংলাভাষায় Property-এর অর্থ হিসেবে দ্রব্য-সামগ্রী শব্দটিই বহুল ব্যবহৃত। দ্রব্য-সামগ্রী সম্পর্কে Jacquie Govier বলেন,

> A prop, formally known as (theatrical) property, is an object used on stage or on screen by actors during a performance or screen production. In practical terms, a prop is considered to be anything movable or portable on a stage or a set, distinct from the actors, scenery, costumes, and electrical equipment. (Jacquie, 1984)

সুতরাং আমরা এ কথা বলতে পারি যে, দ্রব্য-সামগ্রী হচ্ছে নাটকের তথা অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয়ের একটি সহায়ক উপাদান যার মাধ্যমে কুশিলব মঞ্চে অভিনয় করে। এবং সেটি স্থানান্তর সাধন ও বহনযোগ্য। মঞ্চে ব্যবহৃত যে সকল উপাদান অভিনেতা-অভিনেত্রী স্পর্শ করে না সেগুলোকে দ্রব্য-সামগ্রী বলে না। বরং এগুলোকে

সেট-বিন্যাসের উপাদান বলা হয়। অভিনেতা-অভিনেত্রী দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহার করে তার অভিনয়কে সাবলীল করার জন্য। মঞ্চে দ্রব্য-সামগ্রী পরিচালনার জন্য অনেক সময় পরিচালকও থাকেন। তাকে Master বা Mistress বলা হয়। এছাড়া দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহার ত্বরান্বিত করার জন্য কিছু সহায়ক পাত্র-পাত্রী থাকেন তাদের Set crew বলা হয়।

মূলত দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহারে অভিনেতা-অভিনেত্রী তার অভিনয়ের জন্য সহায়তা নিয়ে থাকেন। ব্যবহারের দিক দিয়ে দ্রব্য-সামগ্রীকে শ্রেণিকরণ করা যেতে পারে। দ্রব্য-সামগ্রীকে চন্দন সেন দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন :

ক) Hand prop (হস্ত দ্রব্য-সামগ্রী)
খ) Set prop / Large prop (মঞ্চ দ্রব্য-সামগ্রী)

ক) Hand prop (হস্ত দ্রব্য-সামগ্রী):

> যে দ্রব্য-সামগ্রী অভিনেতা-অভিনেত্রী হাতে করে বা সঙ্গে নিয়ে ব্যবহার করে থাকে তাকে Small prop বা Hand prop বলে। যেমন: হাত-পাখা, লাঠি, চশমা, ঘড়ি, বই, বাটি, থালা, পিস্তল ইত্যাদি।

খ) Set prop/Large prop (মঞ্চ দ্রব্য-সামগ্রী):

> দৃশ্য বা স্থায়ী সেট-এর সঙ্গে অস্থায়ীভাবে ব্যবহৃত যে সব দ্রব্য-সামগ্রী তাকে Set prop/Large prop বলা হয়। যেমন: চেয়ার, টেবিল, দেয়াল ঘড়ি, লেখার বোর্ড, ফুলের টব ইত্যাদি। (চন্দন, ২০০৪ : ২৯৭)

উল্লেখ্য যে, লোকনাট্য প্রধানত খোলামঞ্চ, বাড়ির উঠান বা অস্থায়ীমঞ্চে অভিনীত হয় এবং নাট্যপরিবেশনার জন্য তেমন কোনো সেট-ডিজাইন করা হয় না। তাই লোকনাট্যে Set prop/Large prop (মঞ্চ দ্রব্য-সামগ্রী)-এর ব্যবহার একেবারে নেই বললেই চলে। সুতরাং লোকনাট্যে Hand prop (হস্ত দ্রব্য-সামগ্রী)-এর ব্যবহারের প্রতুলতাই বেশি লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশের লোকনাট্যে দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার ও বৈচিত্র্য

যেহেতু নাটক একটি মিশ্র শিল্প, এখানে যেমন বিভিন্ন শিল্পের সন্নিবেশ ঘটেছে, তেমনি উপাদান ও পরিবেশনা ভেদে লোকনাট্যের মধ্যেও রয়েছে বিভিন্ন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের লোকনাট্যরীতি। আর এ সকল নাট্যরীতির পার্থক্যের কারণে দ্রব্য-সামগ্রী যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনি ব্যবহারেও রয়েছে বৈচিত্র্য। তাই লোকনাট্যে দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার ও বৈচিত্র্য বুঝার জন্য লোকনাট্যের ভিন্ন ভিন্ন রীতিও বিশেষভাবে আলোচ্য বিষয়। বাংলাদেশে আঙ্গিক ও রীতি ভেদে নানা রকম পরিবেশনা হয়ে থাকে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে —

১.রামযাত্রা, ২. রামলীলা, ৩. রাম-সীতার পালা, ৪. সীতার বনবাস, ৫. সীতাহরণ, ৬. কালীর দম, ৭. কৃষ্ণলীলা, ৮. সত্যবান-সাবিত্রী, ৯. নল-দময়ন্তী, ১০. কালীয় দমন, ১১. উদ্ধার, ১২. রাজা হরিশ্চন্দ্র, ১৩. সুরথী ১৪. মনসার ভাসান, ১৫. বনদুর্গার পালা, ১৬. চাঁদবেনের পালা, ১৭. গাজীর পালা, ১৮. সত্যপীরের পালা, ১৯. গঙ্গার পালা, ২০. নিমাই সন্ন্যাস পালা, ২১. বেহুলা-লখীন্দরের পালা, ২১. গোর্খের পালা, ২২, বিষুবীয় পালা, ২৩. চম্পাবতী কন্যার পালা, ২৪. সোনার রায়, ২৫, মাদারের পালা, ২৬. আয়নামতির পালা, ২৭. গফুর রাজার পালা ২৮. শঙ্খমতির পালা, ২৯. ভেলুয়া সুন্দরীর পালা, ৩০. রূপবান-রহিম বাদশার পালা, ৩১. অতুলা সুন্দরীর পালা, ৩২. রাক্ষসীর পালা, ৩৩. লীলাবতীর পালা, ৩৪. মেহের নেগারের পালা, ৩৫. লাইলী-মজনুর পালা,৩৬. হারুন বাদশা ও সুরুজমতীর পালা, ৩৭. শিরি-ফরহাদ পালা, ৩৮. গুলেবকাওয়ালীর পালা, ৩৯. ছয়ফুলমূলক বদিউজ্জামাল পালা, ৪০. ভাওয়াল সন্ন্যাসীর পালা, ৪১. মইশাল রাজার পালা, ৪২. মালেকা সুন্দরীর পালা, ৪৩. রাজুবালা সুন্দরীর পালা, ৪৫. ফিরোজ খাঁ দেওয়ানের পালা, ৪৬. আহতাব-মাহতাবের পালা, ৪৭. মুকুট রাজার পালা, ৪৮. ঈশা খাঁ-সোনাময়ীর পালা, ৪৯. আদম খাঁ-বিরাম খাঁর পালা, ৫০. ফুলমালার পালা, ৫১. বাইদার পালা, ৫২. গুনাই পালা, ৫৩. জমিলা সুন্দরীর পালা, ৫৪. ফুলমতীর পালা, ৫৫. নীলমণির পালা, ৫৬. তোতামিয়ার পালা, ৫৭. চান বিনোদ পালা, ৫৮. আসমান সিং, ৫৯. গৌরদাস বাবাজির সং, ৬০. মালি-মালিনীর সং, ৬১. ঘেসেড়া-ঘেসেনীর সং, ৬২. জেলে-জেলেনীর সং, ৬৩. জেলেপাড়ার সং প্রভৃতি।

উপরের পরিবেশনাগুলোকে আবার পরিবেশনারীতিভেদে বিভিন্ন শ্রেণিতে পৃথকীকরণ করা হয়। তাই লোকনাট্যে দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার নিয়ে আলোচনার জন্য লোকনাট্যের ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক ও রীতি নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। লোকনাট্যের আঙ্গিকগত পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে লোকনাট্যরীতিকে মাহবুব আলম বেগ পাঁচটি শ্রেণিতে বিভাজন করেছেন।

১। পৌরাণিক বা ধর্মীয় বিষয়ক কাহিনি অবলম্বনে লোকনাট্য; অথাৎ রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের ভক্তিভাবমূলক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। যেমন: রাম-সীতার পালা, সীতার বনবাস, রাজা হরিশ্চন্দ্র, কৃষ্ণলীলা, আদ্যের গম্ভীরা (শিব অবলম্বনে রচিত) ইত্যাদি।

২। লৌকিক দেব-দেবী ও পীর মাহাত্ম্যমূলক কাহিনি অবলম্বনে রচিত। যেমন: মনসা মঙ্গল, ভাসান যাত্রা, গাজীর গান, সত্যপীরের পালা, বনদুর্গার পালা ইত্যাদি।

৩। রূপকথা বা উপকথামূলক কাহিনি অবলম্বনে রচিত। যেমন: মদন কুমার-মধুমালার পালা, ডালিম কুমার পালা, কাঞ্চনমালার পালা, রূপবান-রহিম বাদশার পালা ইত্যাদি।

৪। সামাজিক জীবন আশ্রিত রচিত লোকনাট্য। যেমন: বাদিয়ানীর পালা, ধোপার পাট, মইশাল বন্ধু, গুনাই, ফুলমতির পালা ইত্যাদি।

৫। ব্যঙ্গরসাত্মক কাহিনি অবলম্বনে রচিত। যেমন: আলকাপ ইত্যাদি। (মাহবুব, ১৯৯৯ : ১৫৩)

এখানে যে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে তা মূলত লোকনাট্যের কাহিনি অবলম্বনে বিভাজিত। তবে বাংলাদেশের লোকনাট্যকে মূলত দুই ভাগে ভাগ যেতে পারে। ক) ধর্মীয় কৃত্যনির্ভর খ) লৌকিক কৃত্যনির্ভর। এছাড়া পরিবেশনা রীতি অনুযায়ী কোনো কোনো নাট্যবেত্তাগণ বাংলাদেশে পরিবেশিত লোকনাট্যকে উপস্থাপনের ধরন, আয়তনস্থল, কৌশল ও বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাজন করেছেন, যা দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনার জন্য অধিক সুবিধাজনক। কেননা এ বিভাজন মূলত পরিবেশন কৌশল অনুযায়ী।

এক্ষেত্রে সাইদুর রহমার লিপনের শ্রেণিকরণটি অধিক গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন,

> অভিনয় উপাদানের প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশনার আঙ্গিকগত বৈচিত্র্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের লোকনাট্যকে নিম্নোক্ত আটটি শ্রেণির অভিনয়রীতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ক. বর্ণনাত্মকরীতি (যা কথানাট্য নামেও কেউ কেউ আলোচনা করেছেন) খ. সংলাপাত্মকরীতি গ. মিশ্ররীতি ঘ. নাটগীতরীতি ঙ. অধিব্যঞ্জনাত্মকরীতি বা অধি-ব্যক্তিকরীতি চ. প্রতিযোগিতামূলক ছ. শোভাযাত্রামূলক এবং জ. কথনরীতি। (সাইদুর, ২০১০ : ৭)

উল্লেখিত এই আট শ্রেণিভুক্ত লোকনাট্যরীতির মধ্যে বিভিন্ন রকমের পরিবেশনা রয়েছে। আর এই পরিবেশনার পার্থক্যভেদে দ্রব্য-সামগ্রী যেমন স্বতন্ত্র ও আলাদা তেমনি ব্যবহারেও রয়েছে বৈচিত্র্য। নিচে এই ৮টি রীতি ধরে প্রতিটি রীতির অন্তত একটি করে পরিবেশনার দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এতে বাংলাদেশের লোকনাট্যে দ্রব্য-সামগ্রীর একটি সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যাবে বলে আশা করি।

ক. বর্ণনাত্মকরীতির পরিবেশনা ‘কমলা রাণীর সাগর দিঘি’-তে দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার

বর্ণনাত্মকরীতির পরিবেশনায় প্রধানত গায়েন বা কখনো কখনো দোহার যুক্ত হয়ে গীত, গদ্য ও কাব্যেও বর্ণনাত্মক অভিনয়কৌশল ব্যবহার করে থাকেন। বাংলাদেশের বর্ণনাত্মক রীতির পরিবেশনার মধ্যে রামায়ণগান, রয়ানীগান, পদ্মাপুরাণ, বিষহরির গান, মনসা পাঁচালী, গাজীর গান, জারিগান, নাইচের গান, বাংলা জারি, খোয়াজ খিজিরের গান, মামাই চম্পার কিচ্ছাকাহিনি, বৌদ্ধ সংকীর্তন, টারিগান, হাস্তরগান, কমলা রাণীর সাগর দিঘি পালা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ সকল পরিবেশনাভেদে দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার ভিন্ন ও বৈচিত্র্যময়। বর্ণনাত্মক অভিনয় রীতির পরিবেশনায় দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার নিয়ে সাইদুর রহমার লিপন বলেন —

> এই অভিনয়ে গায়েন পোশাকের পরিবর্তন বা একই পোশাকের বহুবিধ ব্যবহার অথবা এক বা একাধিক দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহার অথবা তার শরীর ও কণ্ঠের বহুমাত্রিক পরিবর্তনের মাধ্যমে আখ্যানাংশের চরিত্র এবং ঘটনা উপস্থাপন করে থাকেন। গায়েন কখনো কখনো ঘুঙুর এবং হাতে চামর ব্যবহার করে থাকেন। (সাইদুর, ২০১০ : ৭)

অর্থাৎ বর্ণনাত্মকরীতির নাট্যে অভিনয়ের সুবিধার্থে কুশীলব দ্রব্য-সামগ্রীর সহযোগিতা নিয়ে থাকেন। বর্ণনাত্মক নাট্যরীতির একটি পরিবেশনা ময়মনসিংহ অঞ্চলের 'কমলা রানীর সাগর দিঘি' পালায় দেখা যায়। গায়েন তার পরিবেশনার জন্য কিছু দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহার করে থাকেন। তাহলো- বালিশ, চাবুক (মোটা দঁড়ি), পুতুল, চিরুনি প্রভৃতি। পরিবেশনায় দেখা যায়, গায়েন একটি বালিশকে বিভিন্ন বিষয় হিসেবে ব্যবহার করেন। কখনও তার এই বালিশটি ঘোড়া, কখনও চিঠি, আবার কখনও বা আয়না হিসেবে ব্যবহার করেন। অন্যদিকে গায়েনের হাতের এক টুকরো দড়ি চাবুক কিংবা কলম হিসেবে অভিনয়ে কাজে লাগান। এছাড়া চিরুনি দিয়ে চুল আচড়ানো ছাড়াও পুতুলকেই নবজাতক শিশু হিসেবে মঞ্চে উপস্থাপন করেন। অর্থাৎ লোকনাট্যাঙ্গিকের নাট্যে বর্ণনাত্মকরীতির পরিবেশনায় দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার যেমন প্রতুল তেমনি বৈচিত্র্যময়।

আলোকচিত্র ১ : 'কমলা রানীর সাগরদিঘি' পালায় পালাকার কুদ্দুস বয়াতী বালিশকে ঘোড়া বানিয়ে দ্রব্য-সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করছেন। (ছবি সংগৃহীত)

খ. সংলাপাত্মকরীতির পরিবেশনা 'যাত্রা'-য় দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার

সংলাপাত্মকরীতির পরিবেশনা 'যাত্রা'-য় দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা খুবই বাঞ্ছনীয়। কেননা 'যাত্রা' বাংলাদেশের লোকনাট্যরীতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি পরিবেশনা। যদিও বর্তমানে এটি একটি ক্ষয়িষ্ণু ধারা। অতিনাটকীয় ভাবভঙ্গি, উচ্চ শব্দ ও চড়া আলোর ব্যবহার এবং দৈত্যাকার মঞ্চে নাটকীয় উপস্থাপনা

যাত্রার প্রধান ও অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সংলাপাত্মক রীতির পরিবেশনায় অভিনয় মূলত গদ্য বা পদ্য সংলাপ ও গীতের ব্যবহারের সাথে সাথে চরিত্রানুরূপ পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবহারে অভিনয় করে থাকেন। বাংলাদেশে সংলাপাত্মক পরিবেশনা রীতির মধ্যে 'যাত্রা' অন্যতম। তবে এই 'যাত্রা'-র মধ্যেও রয়েছে নানান রীতিগত পার্থক্য। পার্থক্যভেদে বাংলাদেশে বিদ্যমান 'যাত্রা'-র মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে — কৃষ্ণযাত্রা, রামযাত্রা, ভাসানযাত্রা, গাজীর যাত্রা, সত্যপীরের যাত্রা, ঈমামযাত্রা, মানিক পীরের যাত্রা, ঝুমুরযাত্রা, সংযাত্রা, মাইট্রা তামাশা, রং পাঁচালি, শাস্ত্রীয় পাঁচালি, মাটিয়ালগান, গম্ভীরা অন্যতম। বাংলাদেশের লোকনাট্যের মধ্যে 'যাত্রা' রীতিতেই সবচেয়ে বেশি দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যবহৃত দ্রব্য-সামগ্রীগুলোর মধ্যে লাঠি, তরবারি, ছুরি, চাবুক, ঢাল, মুকুট, দড়ি, মালা প্রভৃতি। যাত্রায় প্রধানত যুদ্ধ-সংঘাতের মত দৃশ্যে তরবারি, ঢাল ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও রোমান্টিক 'যাত্রা'গুলোতে প্রায়ই চাবুক বা বেত দ্বারা নায়ক বা নায়িকাকে নির্যাতন করতে দেখা যায়। এমনকি বিভিন্ন ধরনের পুতুল ও খেলনা যাত্রায় দ্রব্য-সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আলোকচিত্র ২ : 'যাত্রা'-য় দ্রব্য-সামগ্রী হিসেবে তরবারির ব্যবহার (ছবি সংগৃহীত)

গ. মিশ্ররীতির পরিবেশনা 'মাদার পীরের গান'-এ দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার

মিশ্ররীতির অভিনয়ে মূলত বর্ণনাত্মক ও সংলাপাত্মক রীতির সংমিশ্রণে পরিবেশিত এক ধরনের পরিবেশনা যাকে মিশ্ররীতি হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। অর্থাৎ সংলাপ ও বর্ণনার দ্বৈতাদ্বৈত এক প্রকার মিশ্র পরিবেশনা।

তবে মিশ্ররীতির নাট্য সম্পর্কে সৈয়দ জামিল আহমেদ বলেন, "...বর্ণনামূলক অথবা চরিত্রাভিনয় দ্বারা কোনো কাহিনি/ঘটনা উপস্থাপিত না হলেও নাট্যের অপর সকল

বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এ জন্যই এসকল অনুষ্ঠান রীতিকে 'মিশ্রনাট্য' আখ্যায়িত করা হয়েছে।" (জামিল, ১৯৯৫ : ৩২)

মিশ্ররীতির পরিবেশনার মধ্যে কুশানগান, পদ্মাপুরাণ, ভাসানগান, জং জারি, মাদার পীরের গান, সত্য পীরের গান, মানিক পীরের গান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ সকল পরিবেশনায় তেমন কোনো দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার না থাকলেও কয়েকটি দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার খুবই প্রতুল ও বৈচিত্র্যময়। তার মধ্যে চামর, চাবুক, আশাদণ্ড, তরবারি ও লাঠি অন্যতম।

মাদার পীরের গানের ক্ষেত্রেও এই দ্রব্য-সামগ্রীগুলোই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। গায়েন কখনো এই চামরকে লাঠি, ছুরি, তরবারি হিসেবে ব্যবহার করে। আবার প্রায়শই গায়েনকে দেখা যায়, এই চামরের মাধ্যমে দর্শক ও ভক্তদের আশীর্বাদ করে। অর্থাৎ একই দ্রব্যের বিবিধ ব্যবহার যা এর ব্যবহারের বৈচিত্র্যময়তার বহিঃপ্রকাশ। এতে করে পরিবেশনায় কুশিলব তার অভিনয়ে বিশেষ সুবিধা নিতে পারেন।

আলোকচিত্র ৩ : 'মাদার পীরের গান'-এ দ্রব্য-সামগ্রী হিসেবে লাঠির ব্যবহার (ছবি সংগৃহীত)

ঘ. নাটগীতরীতির পরিবেশনা 'মনিপুরী রাসনৃত্য'-এ দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার

নাটগীতরীতিটি বাংলাদেশের লোকনাট্যে খুবই প্রাচীন ও সমৃদ্ধ একটি ধারা। এটি মূলত নৃত্য-গীত সহযোগে সংলাপাত্মক পরিবেশনা। এতে একাধিক কুশীলব থাকেন। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ জামিল আহমেদ বলেন,

> 'কথানাট্য' রীতির একক কুশীলবকৃত বর্ণনাত্মক অভিনয়ের বিপরীতে 'নাটগীত' রীতির পরিবেশনা একাধিক অভিনেতা/অভিনেত্রী নৃত্য, গীত সংলাপ এবং কিছু কিছু গদ্য সংলাপের সাহায্যে কাহিনীর চরিত্রসমূহকে রূপদান করেন। 'কথানাট্য' রীতির মত 'নাটগীত' রীতির পরিবেশনায়ও কথক গীতের মাধ্যমে কাহিনী বর্ণনা ও প্রাত্যহিক গদ্যে ব্যাখ্যা করে থাকেন এবং একদল উপবিষ্ট দোহার ও যন্ত্রী নৃত্য ও গীত অংশে সহযোগিতা দান করেন। (জামিল, ১৯৯৫ : ১৬)

নাটগীতরীতিটি পরিবেশনার মধ্যে লীলা কীর্তন, মনিপুরী রাস নৃত্য, শিব-গৌরীর নাচ, অষ্টকগান, বেইল্লা নাচারী, পদ্মার নাচন, যোগীর গান, ঘাটুগান অন্যতম। নাটগীত রীতিটি পরিবেশনার মধ্যে মনিপুরী রাস নৃত্যে যে সকল দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার দেখা যায়, তাহলো : কলস, ঘটি, বাটি, খোল, ফুল, মন্দিরা, ঝাজ, কাঁসা প্রভৃতি। এগুলোই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে কুশীলবরা অভিনয়ে ব্যবহার করেন।

আলোকচিত্র ৪ : 'মনিপুরী রাসনৃত্য'-এ দ্রব্য-সামগ্রী হিসেবে বাঁশির ব্যবহার (ছবি সংগৃহীত)

ঙ. অধিব্যঞ্জনাত্মকরীতি বা অধি-ব্যক্তিকরীতির পরিবেশনা 'মুখা নাচ'-এ দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার

বাংলাদেশের লোকনাট্যে অধিব্যক্তিক রীতির পরিবেশনাটি মূলত দ্রব্য-সামগ্রীর উপর নির্ভরশীল। পরিবেশনা রীতিটিতে কুশীলবদের বর্ণনাত্মক বা সংলাপাত্মক অভিনয় মুখ্য নয়, এখানে কুশীলবদের ব্যবহৃত দ্রব্য-সামগ্রীই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। দ্রব্য-সামগ্রীনির্ভর পরিবেশনার মধ্যে মুখা নাচ, কালী কাচ, মাহেষা খেলা, পটুয়াগান, গাজীর পট, পুতুল নাচ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অধি-ব্যক্তিকরীতির পরিবেশনাগুলোর মধ্যে

উল্লেখযোগ্য দ্রব্য-সামগ্রীগুলো হচ্ছে পুতুল, মুখোশ, পট, বাঁশের লাঠি, পিঁড়ি প্রভৃতি। মুখা নাচে ব্যবহৃত দ্রব্য-সামগ্রী মূলত বিভিন্ন ধরনের মুখোশ। পরিবেশনাটির প্রত্যেকটি চরিত্রই প্রায় মুখোশ পরিধান করে তার চরিত্র অনুযায়ী। মুখোশগুলো হচ্ছে কালী, দুর্গা, গণেশ, কার্তিক, কুকুর, শিয়াল, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা প্রভৃতি। 'মুখা নাচ'-এ কুশীলবকে ছাড়িয়ে দ্রব্য-সামগ্রীই দর্শক সম্মুখে উপস্থাপিত হয়। এ রীতিটিতে দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহারই পরিবেশনার প্রাণ।

আলোকচিত্র ৫ : 'মুখা নাচ'-এ দ্রব্য-সামগ্রী হিসেবে বিভিন্ন মুখোশের ব্যবহার (ছবি সংগৃহীত)

চ. প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশনা 'লাঠি খেলা'-য় দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার

বাংলাদেশের লোকনাট্যরীতিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশনা মূলত দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক গায়েন ও দোহারের গায়কিক, বাচনিক, কাব্যিক, তার্কিক ও শারিরিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। যেখানে দ্বি-দলীয় কুশীলবরা সচেষ্ট থাকেন একে অপরের প্রতি পরিবেশনার মাধ্যমে জয়ী হতে। প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশনাগুলোর মধ্যে পালাগান, ঝাঁপান খেলা, সওয়াল জবাব, কবিগান, ধুয়া গান, বিচারগান (এর মধ্যে আবার নানান পালা বিদ্যমান, যথা : আদম-হাওয়া, আদমতত্ত্ব-নবীতত্ত্ব, আদিআদম- বনীআদম, জীব-পরম, নবুয়েত-বেলায়েত, শরিয়ত- মারফত, হাসর-কেয়ামত, রাধা-কৃষ্ণ, মান-ভঞ্জন, নারী-পুরুষ প্রভৃতি) ও লাঠি খেলা উল্লেখযোগ্য। এ সকল পরিবেশনার প্রায় সবকটিতেই দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার রয়েছে। তন্মধ্যে 'লাঠি খেলা'-য় দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। লাঠি খেলায় দ্রব্য-সামগ্রী বলতে মূলত লাঠি-ই প্রধান। তবে পরিবেশনাভেদে কাঁসার বাটি, পিতলের

কলস, কখনও কখনও খেলোয়াড়ের পায়ের ঘুঙুরও দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'লাঠি খেলা'-য় পরিবেশনকারী তার প্রধান দ্রব্য লাঠিকেই বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেন। লাঠি দিয়ে যেমন প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করেন, তেমনি লাঠি দিয়ে বিভিন্ন কসরত করে দর্শকের মনোরঞ্জন করেন। আবার দেখা যায়, পিতলের কলসকেও দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করেন। এই কলসকে কখনও পরিবেশনাকারী বাদ্যযন্ত্র, আবার কখনও কসরতের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে দেখা যায়। যেমন, কলসের সরু মুখের উপর দাঁড়িয়ে পরিবেশনকারী লাঠিসহযোগে কসরত করেন। এমনকি পায়ের ঘুঙুরকেও নানাভাবে ব্যবহার করে দর্শককে মোহিত করে রাখেন। সর্বোপরি লাঠি খেলায় লাঠি-ই প্রধান দ্রব্য-সামগ্রী। তবে এর ব্যবহারে রয়েছে ব্যাপক বৈচিত্র্যময়তা।

এছাড়া প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশনার উদাহরণ হিসেবে বিচারগানে দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। বিচারগানে দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার আলাদা করে না থাকলেও গায়েনের ও দোহারের বাদ্যযন্ত্র দ্রব্য-সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রধানত গায়েনের বেহালা-সারিন্দার স্বর প্রায়শই দ্রব্য-সামগ্রী হিসেবে গণ্য হয়। এমনকি দোহারের সারিন্দা, ঢোলও দ্রব্য-সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যদিও বিচারগান দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার খুবই অপ্রতুল।

আলোকচিত্র ৬ : 'লাঠি খেলা'-য় দ্রব্য-সামগ্রী হিসেবে লাঠির ব্যবহার (ছবি সংগৃহীত)

ছ. শোভাযাত্রামূলক পরিবেশনা 'তাজিয়া মিছিল'-এ দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার

শোভাযাত্রামূলক পরিবেশনাটি বাংলাদেশের লোকনাট্য পরিবেশনাগুলোর মধ্যে অন্যতম। যা চলমান প্রক্রিয়ায় উপস্থাপিত হয়ে থাকে। পরিবেশনাটি লৌকিক ও ধর্মীয়

কৃত্যনির্ভর। হিন্দু ও মুসলিম ধর্ম সম্বন্ধীয় দুই ধরনের পরিবেশনাই এদেশে প্রচলিত রয়েছে। হিন্দু ধর্ম সম্পর্কিত পরিবেশনার মধ্যে জন্মাষ্টমীর মিছিল, নৌকা বিলাস মিছিল, নীলের গাজন উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে তাজিয়া মিছিল, মাদারিয়া মিছিল, বেড়া ভাসান, ইসলাম ধর্মকেন্দ্রিক পরিবেশনা। এ রীতির পরিবেশনায় দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহারে প্রতুলতা লক্ষণীয়। বিশেষ করে তাজিয়া মিছিলের পরিবেশনাটি দ্রব্য-সামগ্রীনির্ভর। এতে যে সকল দ্রব্য-সামগ্রী দেখা যায় তাহলো, তরবারি, দুলদুল ঘোড়া, হাসান-হোসেনের প্রতীকী কবর, তীর, বর্শা, লাঠি, চাকু, লোহার শেকল প্রভৃতি। পরিবেশনাটিতে দ্রব্য-সামগ্রীর বহুল ব্যবহারের কারণে প্রথাগত পরিবেশনা থেকে ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছেছে। এছাড়া তাজিয়া মিছিলের প্রধান অংশগ্রহণকারীরা আত্মপীড়নের জন্য লোহার শেকল ব্যবহার করে তার ব্যবহারও আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময়। অন্যদিকে হিন্দু ধর্মীয় রথযাত্রায়ও দেখা যায় বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার বৈচিত্র্য। তবে এতে রথই প্রধান দ্রব্য হিসেবে বিবেচ্য।

আলোকচিত্র ৭ : 'তাজিয়া মিছিল'-এ দ্রব্য-সামগ্রী হিসেবে প্রতীকী কবরের ব্যবহার (ছবি সংগৃহীত)

জ. কথনরীতির পরিবেশনা 'পুঁথিপাঠ'-এ দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার

বাংলাদেশে প্রচলিত লোকনাট্যরীতিগুলোর মধ্যে সম্ভবত কথনরীতির পরিবেশনাতেই দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার অপ্রতুল, তবে একেবারেই নেই তা নয়। কথনরীতির পরিবেশনাটি মূলত ছন্দযুক্ত পাঠমূলক। যাতে একজন গায়েনের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। কথনরীতিতে মনসার পাঁচালি, জারি গজল, পুঁথিপাঠ, কিস্‌সা-কাহিনি অন্যতম। পরিবেশনাটিকে আমরা অভিনয়ের দিক থেকে বাচিক অভিনয়নির্ভর বলতে পারি। যেহেতু এতে আঙ্গিকাভিনয় নেই বললেই চলে তাই দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহারও প্রয়োজন

হয় না একেবারেই প্রায়। তবে পুঁথি পাঠে 'পুঁথিপুস্তক'-ই প্রধান দ্রব্য-সামগ্রী। অবশ্য মাঝে মাঝে পুঁথি রাখার জন্য জলচৌকি বা ছোট টুল দ্রব্য-সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেগুলো কেবলই গায়েনের পাঠ সহযোগী হিসেবে কাজ করে।

আলোকচিত্র ৮ : 'পুঁথি পাঠ'-এ দ্রব্য-সামগ্রী হিসেবে পুঁথিপুস্তকের ব্যবহার (ছবি সংগৃহীত)

উপসংহার

বাংলাদেশের বহুমাত্রিক লোকনাট্যরীতির ধারাগুলোই শুধু দেশীয় নাট্যাঙ্গিককে বৈচিত্র্যময় করে তোলেনি, এর পাশাপাশি এই রীতিগুলোতে রয়েছে বহু বৈচিত্র্যময় পরিবেশনা কৌশল, যার অনিবার্য কারণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় বিবিধ প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী। যা পরিবেশনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। লোকনাট্যাঙ্গিকে মূল গায়েন, ডায়না, দোহার, সহঅভিনেতা, বাদ্যযন্ত্র, মঞ্চ, দৃশ্য-সজ্জা, মেক-আপ ও আলো যেমন জরুরি তেমনি জরুরি পরিবেশনায় ব্যবহার্য দ্রব্য-সামগ্রী। দ্রব্য-সামগ্রী ব্যতীত পরিবেশনা উপস্থাপন নান্দনিকতায় অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে । কেননা দ্রব্য-সামগ্রী কুশীলবের অভিনয়ের শুধু সহায়ক হিসেবেই বিবেচ্য নয়, এগুলো অভিনয়ের অঙ্গ হিসেবে গণ্য। তাই লোকনাট্যে ব্যবহৃত দ্রব্য-সামগ্রী যথা : চামর, চাবুক, চাকু, তরবারি, লাঠি, বাটি, মুখোশ, ঘুঙুর, কলস, দা, কুড়াল, কাস্তে, বালিশ, আয়না, বর্শা, তীর, ধনুক, রথ, দুলদুল ঘোড়া, শেকড় প্রভৃতি শুধু নিছক দ্রব্য-সামগ্রীই নয়; এগুলো একেকটি লোকনাট্যরীতির দেহাংশ, যা ছাড়া পুরো পরিবেশনাটি কখনও কখনও অচল হয়ে যেতে পারে। সুতরাং লোকনাট্যে দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার ও বৈচিত্র্য লোকনাট্য পরিবেশনাকেই বৈচিত্র্যময় করে তোলে।

গ্রন্থপঞ্জি

চন্দন সেন (২০০৪)। *নাটক সৃজন : নাট্যচর্চা*, প্রতিভাস, কলকাতা।

মাহবুব আলম বেগ (১৯৯৯)। 'বাংলাদেশের লোকনাট্য'। *বাংলার লোকঐতিহ্য লোকনাট্য* [সম্পা. সৈকত আসগর], বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সাইদুর রহমান লিপন (২০১০)। *বাংলাদেশের লোকনাট্যে অভিনয় পদ্ধতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (১৯৯৯)। 'বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যে লোকনাট্য'। *বাংলার লোকঐতিহ্য লোকনাট্য* [সম্পা. সৈকত আসগর], বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সৈয়দ জামিল আহমেদ (১৯৯৫)। *হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

Atiqul Huque Choudhury (1999). 'Focus on folk drama'. *বাংলার লোকঐতিহ্য লোকনাট্য* [সম্পা. সৈকত আসগর], বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

Jacquie Govier (1984). *Create Your Own Stage Props.* Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.p. 8. (https://www.revolvy.com/page/Theatrical-property).

S.M. Shoikot & Noel Martin Lavin [Edited] (2014). *Oxford Advance Learner's Dictionary.* Alif Publishers, Dhaka.